মুস্তাফা লুত্বফী আল-মানফালূতী

(১২৯৩ - ১৩৪৩ হি. = ১৮৭৬ - ১৯২৪ খ্রি.)

জন্মঃ

আধুনিক আরবী সাহিত্যে নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ লেখক মুস্তাফা লুত্বফী আল-মানফালূতী (مُصْطَفَى لُطْفِي المَنْفَلُوطِيّ) ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ মিসরের আসয়ূত (أسيوط) প্রদেশের মানফালূত[1] (منفلوط) শহরের এক সম্ভ্রান্ত ও ধর্মীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন।[2]

তাঁর জনক মুহাম্মদ লুত্বফী উক্ত শহরের একজন কাজী ছিলেন। তাঁর জননী একজন তুর্কী রমণী ছিলেন। ফলে জন্মগত দিক দিয়ে তাঁর শরীরে তুর্কী ও আরব রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।[3] কবির বংশ পরম্পরা নবী-দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাঃ) এর সঙ্গে মিলিত হয়।[4]

শিক্ষা জীবনঃ

তদানীন্তন প্রথানুযায়ী স্থানীয় মক্তব দিয়েই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল। সেখানে তিনি অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআন মজীদ হিফ্য করেন। অতঃপর পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৮৮৮ সালে, এগারো বছর বয়সে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রায় দশ বছর তিনি এই ঐতিহ্যশালী বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন করেন।[5] এখানে শিক্ষক শাইখ মুহাম্মদ আবদুহুর দ্বারা তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হন।

---

1. এই শহরের দিকে সম্পর্কিত করেই তাঁর নামের সঙ্গে 'মানফালূতী' শব্দটি যুক্ত হয় - الجامع في تاريخ الأدب العربي، الأدب الحديث، حنا الفاخوري ، ص - 201
2. الأدب العربي المعاصر في مصر، لشوقي ضيف، ص - 227
3. Brugman, J., *An Introduction to the History of Modern Arabic Literature In Egypt*, p. 83.
4. الأعلام، للزركلي، ج 7، ص 239
5. الأدب العربي المعاصر في مصر، لشوقي ضيف، ص - 227

শাইখ এখানে কুরআনের তাফসীর সহ আব্দুল কাহির আল-জুরজানীর (عبد القاهر الجرجاني) বিখ্যাত গ্রন্থদ্বয় "দালায়িলুল ইজায" (دلائل الإعجاز) ও "আসরারুল বালাগা"-র (أسرار البلاغة) পাঠ দান করতেন। তীক্ষ্ণ মেধা ও প্রতিভার কারণে তিনি শাইখ আব্দুহুর প্রিয় ছাত্রে পরিণত হন। তিনি এখানে ইবনুল মুক্বাফফা, জাহিয, বদীউজ্জামান হামযানী, আবূ তাম্মাম, ইবনুর রূমী, আবূল 'আলা আল-মা'আর্রী ও মুতানাব্বীদের মত আরবী সাহিত্যের দিকপাল কবি ও লেখকদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন।[1]

১৮৯৭ সালে শাইখ আব্দুহুর সমর্থনে তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। কিন্তু এতে তাঁর বিরুদ্ধে খেদিভ দ্বিতীয় আব্বাসকে অপমানের অভিযোগ ওঠে বিধায় মাস ছয়েকের মতো তাঁকে হাজত বাসে কাটাতে হয়।[2]

কর্ম জীবনঃ

লেখকের দীক্ষাগুরু শাইখ মুহাম্মদ আব্দুহু ১৯০৫ সালে পরলোক গমন করলে তিনি চরম মানসিক আঘাত পান। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি নিজ শহরে ফিরে আসেন এবং আল-মুআইয়াদ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। "আন-নাযারাত" শিরোনামে লিখিত তাঁর সাপ্তাহিক প্রবন্ধের জন্য দ্রুত তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। দুবছর এখানে অবস্থানের পর পুনরায় কায়রো গমন করেন।

তিনি সা'দ যাগলূলের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ফলে সা'দ যাগলূল মিসরের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হলে ১৯০৯ সালে লেখককে তাঁর মন্ত্রণালয়ে আরবীর সম্পাদক (مُحرِّر عَرَبِي) নিযুক্ত করেন।[3] একজন খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক হিসাবে তিনি এই পদটি লাভ করেন। অতঃপর সা'দ যাগলূল ন্যায় মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হলে লেখককেও সে বিভাগে নিয়ে যান। কিন্তু এই পদে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন না। কারণ সা'দ যাগলূল মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে গেলে তাঁকেও উক্ত পদ থেকে অপসারিত করা হয়। ফলে

---

1. الأدب العربي المعاصر في مصر، لشوقي ضيف، ص - 228
2. الأعلام، للزركلي، ج 7، ص 240
3. الأدب العربي المعاصر في مصر، لشوقي ضيف، ص - 228

পুনরায় লেখা-লেখির জগতে ফিরে আসেন। অতঃপর ১৯২৩ সালে পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠিত হলে সা'দ যাগলূল তাঁকে লোকসভার সচিব নিয়োগ করেন।[1]

মৃত্যুঃ

উক্ত পদে আসীন থাকাকালেই ১৯২৪ সালের ১২ ই জুলাই এই ক্ষণজন্মা মানবদরদী লেখক চিরস্থায়ী দুনিয়ায় গমন করেন।

রচনাবলীঃ

১। النَّظَرَاتُ (মতামত, Views) - এটি আল-মুআইয়্যাদ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধের সংকলন। এছাড়া এটি-তে কিছু ছোট গল্পও রয়েছে। এগুলি প্রথমে الأُسْبُوْعِيَّات (সাপ্তাহিকী) নামে প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯১০ সালে আন-নাযারাত নামে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। এতে তিনি তদানীন্তন মিসরীয় সমাজজীবন, তার নৈতিক অধঃপতন ও হতাশা ইত্যাদিকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।[2] সমাজে ক্রমবর্ধমান মদ্যপান, গান-বাজনা, যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা ইত্যাদিকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। এর জন্য বলগাহীন পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে দায়ী করে তিনি তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। সমাজের দরিদ্র ও হতভাগা শ্রেণির দুঃখে শামিল হয়ে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। গরীব ও অসহায়দের প্রতি সদাচরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের কুঁড়ে ঘরের অভ্যন্তরে যে দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, অপমান-লাঞ্ছনা ছেয়ে রয়েছে তার চিত্রায়ন করেছেন।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ডক্টর শাওক্বী দ্বায়ফ গ্রন্থটি প্রসঙ্গে বলেন - রচনাগুলি দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। প্রথমত রচনাশৈলী, দ্বিতীয়ত বিষয়াবলী। তাঁর রচনাশৈলী ছিল অতি সহজ, সুন্দর, নিখুঁত, তাতে কোনরূপ চলিত ভাষা নেই। সর্বোপরি দু-একটি ক্ষেত্র ব্যতীত তা ছিল অলঙ্কারশাস্ত্রের জটিলতা মুক্ত।[3] প্রধানত সমাজ

---

1 . 228 - الأدب العربي المعاصر في مصر، لشوقي ضيف، ص
2 . 201 - الجامع في تاريخ الأدب العربي، الأدب الحديث، حنا الفاخوري، ص
3 . 230 - الأدب العربي المعاصر في مصر، لشوقي ضيف، ص

জীবন থেকেই তিনি এইসব রচনার রসদ সংগ্রহ করেছেন।

২। **اَلعَبَرَاتُ** (অশ্রুমালা, Tears) - কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন। এর তিনটি গল্প লেখকের স্বরচিত, বাকী গল্পগুলো বিভিন্ন ভাষা থেকে অনূদিত। এর কয়েকটি উল্লেখ-যোগ্য গল্পগুলি হলঃ اَلْيَتِيم، اَلشُّهَدَاء، اَلْحِجَاب، اَلذِّكْرَى، اَلْهَاوِيَة، اَلْجَزَاء، اَلْعِقَاب، اَلضَّحِيَّة। সকল গল্পগুলিতেই বেদনার করুন সুর ধ্বনিত হয়েছে। গ্রন্থটি ১৯১৫ সালে কায়রোর মাতবা'আতুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত হয়।

৩। **مُخْتَارَاتُ المَنْفلوطي** - প্রাচীন যুগের বিশেষত আব্বাসী যুগের কবি ও লেখকদের নির্বাচিত কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন। এটিও উপরোক্ত প্রকাশনী থেকে ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।

৪। **رِوَايةٌ فِي سَبِيْلِ التَّاجِ** - ফরাসি থেকে অনুবাদকৃত। এটি ১৯২০ সালে কায়রোর মাতবা'আতুল মা'আরিফ থেকে প্রকাশিত।

৫। **الفَضِيْلَة** - ফরাসি ভাষা থেকে অনূদিত। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়।

৬। **مَاجْدُولين** - এটিও ফরাসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ।

রচনা নমুনাঃ

العِقَاب[1]

رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي الصَّيْفِ المَاضِي كَأَنِّي هَبَطْتُ مَدِيْنَةً كُبْرَى، لَا عِلْمَ لِي بِاسْمِهَا، وَلَا بِمَوْقِعِهَا مِنَ البِلَادِ، وَلَا بِالْعَصْرِ الَّذِي يَعِيْشُ أَهْلُهَا فِيهِ، فَمَشَيْتُ فِي طُرُقِهَا بِضْعَ سَاعَاتٍ، فَرَأَيْتُ أَجْنَاسًا مِنَ البَشَرِ لَا عَدَادَ

---

1. القصة مأخوذة من كتاب "مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة، الناشر: دار الجيل، بيروت - لبنان، ص 769- 786.